সমকাল

তারিখ 18 JAN 2016
পৃ ২০ কলাম ৬

স্কুলে বাড়তি বেতন আদায় বন্ধে নির্দেশ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

সরকার নির্ধারিত ফির চেয়ে বাড়তি বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য ফি আদায় অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। গতকাল রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদের সই করা এক নির্দেশনায় এ কথা জানানো হয়।

এ নির্দেশে বলা হয়েছে, লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি সরকারি

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

স্কুলে বাড়তি বেতন আদায়

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

নির্দেশনার ব্যতিরেকে বর্ধিত হারে আদায় করা হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি আদায় বন্ধের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে সরকার শিগগিরই প্রয়োজনীয় আরও নির্দেশনা প্রদান করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, ভর্তিতে কী পরিমাণ ফিসহ অন্যান্য ভাতা আদায় করা হবে, তার কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। এতে যে যার মতো করে ভর্তি ফি, উন্নয়ন ফি, সেশন চার্জসহ অন্যান্য ফি আদায় করছে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষকরাও অষ্টম পে স্কেলে বর্ধিত বেতন পাচ্ছেন। এই অজুহাতে নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন দেওয়ার নাম করে বিভিন্ন এলাকা ও প্রতিষ্ঠানভেদে ৭০ থেকে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ বেতন বৃদ্ধি করেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এর প্রতিবাদে নামেন অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা। বেশ কয়েক দিনের আন্দোলনের পর বিষয়টি নজরে আসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গতকাল বলেছে, অষ্টম পে স্কেল অনুযায়ী নন-এমপিও শিক্ষকদের কত ভাগ টিউশন ফি বাড়তে হবে, তার যাচাই-বাছাই করে পরে নির্দেশনা দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠানে আগে থেকেই বর্ধিত বেতন-ভাতা পেয়ে আসছিলেন শিক্ষকরা। মন্ত্রণালয় এখন এ বিষয়গুলো সমন্বয় করে ভর্তি ফির একটি নীতিমালা করার উদ্যোগ নেবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, নির্দেশনা দেওয়ার পর কোনো প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত ফি আদায় করলে প্রথমে তাদের শোকজ ও পরে পাঠদানের অনুমতি বাতিলসহ সব ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন বলেন, মন্ত্রণালয় আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। এবার ব্যবস্থা নিতে আমাদের জন্য সুবিধা হবে। তিনি বলেন, আমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা আছে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়মনীতি না মানলে তাদের এমপিও বন্ধ ও পাঠদান অনুমতি বাতিল করার। আর যেসব স্কুল সরকারের এমপিওভুক্ত নয়, তাদের পাঠদান অনুমতি বাতিল করা। প্রয়োজনে সবটুকু করব।

মাউশি সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। যেসব প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধি করছে, তাদের তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে। এর মধ্যে মতিঝিল আইডিয়াল, উইলস লিটল ফ্লাওয়ারসহ বেশ কয়েকটি স্কুলের তথ্য সংগ্রহ শেষ হয়েছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের তথ্য সংগ্রহে মাঠে রয়েছেন কর্মকর্তারা। অতিরিক্ত বেতন বাড়ানোর অভিযোগের প্রমাণও পেয়েছে মাউশি। বাকি স্কুলগুলোর তথ্য সংগ্রহ শেষ হলেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হবে।

রাজধানীর বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বেতন হঠাৎ দ্বিগুণ করায় কয়েক দিন ধরে অভিভাবকরা প্রতিদিন রাজপথে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করছেন।

জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি : বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানান, সারাদেশের স্কুলগুলোতে অস্বাভাবিক বেতন বৃদ্ধির প্রতিবাদে ঢাকা জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। গতকাল দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ শেষে একটি প্রতিনিধি দল এ স্মারকলিপি জমা দেয়। মিছিলটি পুরাতন ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে শুরু হয়ে কলেজিয়েট স্কুল, লক্ষ্মীবাজার ঘুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ঢাকা নগর শাখার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মলয় সরকার, প্রচার সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ইভা মজুমদার ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক মেহরাব আজাদ।

কর্মসূচি : একই দাবিতে আজ সোমবার বিকেল ৪টায় মিরপুর সাড়ে ১১ নম্বরে রংধনু মার্কেটের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালিত হবে।